উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব

জনকল্যাণে রাজস্ব

প্রকাশনায়: আয়কর বিভাগ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আয়কর মেলা ২০১৭

১-৭ নভেম্বর (বুধবার-মঙ্গলবার)

উদ্ভাবনে বাড়বে কর
দেশ হবে স্বনির্ভর
কর দিতে করি পণ
দেশের হবে উন্নয়ন

১৭ কার্তিক ১৪২৪ বঙ্গাব্দ | **বিশেষ ক্রোড়পত্র** | ০১ নভেম্বর ২০১৭

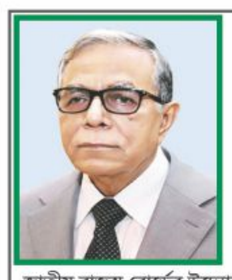

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

১৭ কর্তিক ১৪২৪
০১ নভেম্বর ২০১৭

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ১-৭ নভেম্বর ২০১৭ দেশব্যাপী আয়কর মেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আমি জেনে আনন্দিত। আয়কর মেলা উপলক্ষে আমি সম্মানিত করদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশের মানুষ উৎসবপ্রিয়। বার মাসে তের পার্বণ আমাদের সংস্কৃতির অংশ। কিন্তু আয়করের মতো নিরস ও জটিল একটি বিষয়কে নিয়ে আয়কর মেলার আয়োজন করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কেবল কর সংস্কৃতিতেই নয়, বরং আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিতেও একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। ২০১০ সাল থেকে প্রতি বছর আয়কর মেলার আয়োজন করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও সমাদৃত হচ্ছে আয়কর মেলার ধারণা।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সাম্প্রতিক বছরগুলোতে 'সুশাসন ও উন্নততর ব্যবস্থাপনা কাঠামো' এর আওতায় দুর্নীতি, হয়রানি, অসদাচরণ এবং বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' প্রয়োগ করে 6P (Patriotism, Political Guidance, People, Partnership, Planning and Performance) নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। আয়কর মেলার পাশাপাশি আয়কর সপ্তাহ, জাতীয় আয়কর দিবস, রাজস্ব সংলাপ, রাজস্ব হালখাতা, আয়কর ক্যাম্প, সোস্যাল মিডিয়া সংলাপ, রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ ইত্যাদি উদ্ভাবনীমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে দেশের রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। উৎসে করসহ সমগ্র কর ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকীকরণ, করদাতাদের কার্যকরী সেবা প্রদান ও আয়কর আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব আহরণ সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের মাধ্যমে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির ৭৬ নম্বর আদেশবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গঠন করেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের অর্থনৈতিক ভিত মজবুত করার লক্ষ্যেই ২০১০ সাল থেকে দেশে আয়কর মেলার প্রবর্তন করেছেন। এতে করদাতাগণ আয়কর প্রদানে উৎসাহিত হচ্ছেন। করদাতার সংখ্যাও বাড়ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চলমান বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশে ইতোমধ্যে রাজস্ব-বান্ধব পরিবেশ গড়ে উঠছে এবং এর ফলে রাজস্ব আহরণ আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বছর আয়কর মেলার পরিসর, সেবার পরিধি আরও বেড়েছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। যে সকল করদাতা সর্বোচ্চ ও দীর্ঘমেয়াদী করদাতা হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক পুরস্কার পাচ্ছেন তাঁদেরকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আয়কর প্রদান সামর্থ্যবান সকল নাগরিকের দায়িত্ব। আমি প্রত্যেককেই প্রযোজ্য ক্ষেত্রসমূহে আয়কর প্রদানের জন্যে উদাত্ত আহবান জানাই। উৎসবমুখর পরিবেশে সার্থকভাবে আয়কর মেলার যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন হোক-এ কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

আবুল মাল আবদুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৯ অক্টোবর ২০১৭

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আগামী ১ থেকে ৭ নভেম্বর ২০১৭ খ্রি. তারিখ সারা দেশে সপ্তাহব্যাপী আয়কর মেলা ২০১৭ আয়োজন করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। পাশাপাশি প্রথমবারের মতো পরিবারের সকলে আয়কর দিলে 'কর বাহাদুর' পুরস্কার চালু করার উদ্যোগকে আমি বিশেষভাবে স্বাগত জানাচ্ছি।

বাংলাদেশে আয়কর প্রদানকারীর সংখ্যা এবং আয়করের পরিমাণ এখনও পর্যাপ্ত নয়। অথচ আয়কর কেবল রাজস্ব আহরণের অন্যতম প্রধান উৎস নয়, বরং এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তবে আয়কর একটি জটিল বিষয় হওয়ায় সাধারণ জনগণের মধ্যে আয়কর বিষয়ে ভয়-ভীতি কাজ করে। আয়কর বিষয়ক অসচেতনতা এবং অজ্ঞতাও যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্যণীয়। অপরদিকে প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে ফাঁকির প্রবণতাও সর্বজনবিদিত।

এমন বাস্তবতায় আমরা আয়কর ব্যবস্থাপনাকে এমনভাবে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করছি যেন জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আয়কর প্রদানে আগ্রহী হন। এক্ষেত্রে আমরা বাঙ্গালীর হাজার বছরের আবহমান সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে ২০১০ সাল থেকে দেশে আয়কর মেলার প্রবর্তন করেছি।

সুশাসন ও উন্নততর ব্যবস্থাপনা কাঠামোর আওতায় দুর্নীতি, হয়রানি, অসদাচরণ এবং বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' প্রয়োগ করে জনবান্ধব রাজস্বনীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সরকারের রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে যাবে মর্মে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

সর্বোচ্চ ও দীর্ঘমেয়াদী করদাতা হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক যারা পুরস্কার পাচ্ছেন তাঁদেরকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আয়কর মেলা ২০১৭ সার্থক হোক, সফল হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি

সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

প্রতিবছরের মতো জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে আগামী ১-৭ নভেম্বর ২০১৭ উৎসবমুখর পরিবেশে সারাদেশে আয়কর মেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সকল বিভাগীয় শহরে ৭ দিন এবং অন্যান্য সকল জেলা শহরে ১-৭ নভেম্বরের মধ্যে যেকোন ৪ দিন এ মেলা অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া ৩২ টি উপজেলায় ২ দিনব্যাপি স্থায়ী মেলা এবং ৭১ টি উপজেলায় ১ দিনব্যাপি ভ্রাম্যমাণ আয়কর মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। এ বছর আয়কর মেলার পরিসর, সেবার পরিধি আরও বেড়েছে। যে সকল করদাতা সর্বোচ্চ ও দীর্ঘমেয়াদী করদাতা হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক পুরস্কার পাচ্ছেন তাঁদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। সারাদেশে রাজস্ব-বান্ধব সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি প্রথমবারের মতো পরিবারের সকলে আয়কর দিলে তাঁদের জন্য 'কর বাহাদুর' পুরস্কার প্রবর্তন করেছি।

২০১০ থেকে বাঙালি জাতির জীবনে যুক্ত আয়কর মেলা এক অভূতপূর্ব আনন্দ আয়োজন। করদাতা এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে আয়কর মেলা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই কারণে প্রতিবছর আমরা আয়কর মেলার পরিধি বিস্তৃত করছি। মূলত কর প্রদানে জনগণের ভয়-ভীতি-জড়তা-অজ্ঞতা দূর করা, কর বিভাগের সাথে করদাতাগণের আস্থা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদার করা এবং করদাতাগণকে অধিকতর কার্যকর করসেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আয়কর মেলার আয়োজন করা হয়। ২০১৬-২০১৭ আয়কর বৎসরে ৭৬ জন ব্যক্তি, ৫৫ টি কোম্পানি এবং ১০ টি অন্যান্য পর্যায়ের করদাতাকে ট্যাক্স কার্ড প্রদান করা হবে। এছাড়া জেলা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে ৫১৭ জন সেরা করদাতাকে সম্মাননা প্রদান করা হবে।

'সুশাসন ও উন্নততর ব্যবস্থাপনা কাঠামো' (Good Governance & Modern Management Framework GG&MMF) এর আওতায় দুর্নীতি (Corruption), হয়রানি (Harassment), অসদাচরণ (Misconduct) এবং বিশৃঙ্খলা (Indiscipline) এর বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' (Zero Tolerance) প্রয়োগ করে 6P (Patriotism, Political Guidance, People, Partnership, Planning & Performance) নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উন্নয়নের অক্সিজেন 'রাজস্ব' আহরণের মাধ্যমে সরকারের রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে যাবে মর্মে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আমার বিশ্বাস, প্রতিবছরের মতো এবারও সম্মানিত করদাতাগণ বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা ও কর্মচাঞ্চল্য নিয়ে স্ব-প্রণোদিত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আয়কর মেলায় আয়কর প্রদান করবেন। এবারের মেলায় করদাতাগণ দ্বিতীয় বারের মতো ই-ফাইলের মাধ্যমে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বছরের মতো এবারও বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক চেষ্টার ধারাবাহিকতায় আয়কর মেলায় অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীন শুল্ক বিভাগ, ভ্যাট বিভাগ, ট্যাক্স ট্রাইব্যুনাল, শুল্ক ও মূসক ট্রাইব্যুনাল, সঞ্চয় অধিদপ্তর এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পৃথক বুথ থাকবে। ফলে মেলায় আগত সম্মানিত করদাতাগণ শুল্ক, ভ্যাট, ট্রাইব্যুনাল, সঞ্চয় অধিদপ্তর এবং সামগ্রিক অভ্যন্তরীণ সম্পদ সঞ্চালনের কার্যক্রমের সাথে সহজে পরিচিতি লাভ করতে পারবেন বলে আমি আশা করি।

আমরা সম্মানিত করদাতাগণের জন্য সেবাধর্মী এবং জবাবদিহিতামূলক একটি শক্তিশালী আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এনবিআরকে গড়ে তোলার কাজ করছি। আয়কর মেলার মত সারা বছর উৎসবমুখর পরিবেশে করদাতাগণ যেন কর সেবা পেতে পারেন সে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে।

আয়কর মেলা-২০১৭ এর যাবতীয় আয়োজন সুন্দর, সফল, সার্থক এবং করদাতাবান্ধব হোক এ কামনা করি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মোঃ নজিবুর রহমান

আয়কর মেলা ২০১৭

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সুশাসন, আধুনিক ব্যবস্থাপনা এবং করদাতা-সেবার উজ্জ্বলতম নিদর্শন হল আয়কর মেলা। আয়করের মতো সুকঠিন বিষয়কে নিয়ে মেলার আয়োজন করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কেবল চমক সৃষ্টিই করেনি, বরং জনসেবার ক্ষেত্রে নতুন মাইলফলক তৈরি করেছে। ২০১০ সাল থেকে শুরু হওয়া আয়কর মেলার পরিধি এবং মেলার মাধ্যমে আয়কর বিভাগের সেবার পসরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৭ সালে দেশব্যাপী সর্বাধিকসংখ্যক ভেন্যুতে আয়কর মেলার আয়োজন করা হচ্ছে।

কেন আয়কর মেলা:
সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের জন্যে একদিকে যেমন প্রয়োজন পর্যাপ্ত রাজস্ব, অপরদিকে হ্রাস করতে হবে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য। সরকারের নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড রাজস্ব রূপকল্প ২০২১ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে সুশাসন ও আধুনিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো।

সরকারী কোষাগারে পর্যাপ্ত রাজস্বের যোগান দিতে আয়কর বিভাগে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উদ্ভাবনীমূলক কর্মকাণ্ড চালু করা হয়। কেননা আয়কর কেবল রাজস্ব আহরণের প্রধান খাত নয়, এটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কার্যকরী মাধ্যম। পৃথিবীর সকল উন্নত রাষ্ট্রের প্রধান কর হিসেবে বিবেচিত হয় প্রত্যক্ষ কর বা আয়কর। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড লক্ষ্য করেছে, আয়কর সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে, রয়েছে জানার অভাবও। ফলশ্রুতিতে আয়কর সম্পর্কে একধরণের ভীতিও কাজ করে অনেকের মধ্যে। আয়কর সম্পর্কে ভীতি ও অসচেতনতা দূর করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর বিভাগ মেলার মতো অভিনব এক কর্মসূচি উদ্ভাবন করে। মেলা, পালা-পার্বণ, উৎসব, অনুষ্ঠান ইত্যাদি আমাদের সামাজিক জীবনের নিত্য অনুষঙ্গ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মনে করেছে, বাঙালী জাতির উৎসবমুখী চিরায়ত সামাজিক জীবনের সাথে যদি আয়কর আহরণের মতো সুকঠিন বিষয়কে যুক্ত করে দেয়া যায় তাহলে করদাতাগণ উৎসবের আমেজে আয়কর প্রদানের সুযোগ পাবেন এবং এর মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। সেই প্রেক্ষিতেই ২০১০ সাল থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যুক্ত করেছে এক অভিনব আয়োজন যা'র নাম 'আয়কর মেলা'।

আয়কর মেলার অর্জন:
আয়কর মেলার সবচেয়ে বড় অর্জন করসচেতনতা বৃদ্ধি এবং করদাতাদের আস্থা অর্জন। আয়কর মেলা ইতোমধ্যেই করদাতাদের বার্ষিক মিলনমেলা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। বাংলাদেশের রাজস্ব সংস্কৃতির বিকাশে আয়কর মেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কেবল কর আহরণ বা করসেবা প্রদানের কেন্দ্র হিসেবেই নয় বরং জন-বান্ধব কর ব্যবস্থাপনার প্রতিচ্ছবি হিসেবে আয়কর মেলা দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

বিগত সাতটি আয়কর মেলার সাফল্যের খতিয়ান দেখলেই অনুমান করা যাবে আয়কর মেলার অর্জন ও জনপ্রিয়তা কত ব্যাপক ও বিস্তৃত:

এক নজরে বিগত সাত বছরের আয়কর মেলার সাফল্য

আয়কর মেলা	মেলার স্পট সংখ্যা	নতুন TIN/ e-TIN ইস্যু	আয়কর রিটার্ন দাখিল	আয়কর আদায় (কোটি টাকায়)	সেবা গ্রহণকারী (সংখ্যা)
আয়কর মেলা-২০১০	২	৫,৬৩৮	৫২,৫৪৪	১১৩	৬০,৫১২
আয়কর মেলা-২০১১	৮	১০,০৪১	৬২,২৭২	৪১৪	৭৫,১২০
আয়কর মেলা-২০১২	১৮	১৬,২৮৭	৯৭,৮৬৭	৮৩১	৩৪৬,৮৬৭
আয়কর মেলা-২০১৩	৬৪	৮৬,৬৯৩	১৩২,০১৭	১,১১৭	৫১০,১৪৫
আয়কর মেলা-২০১৪	৬৪	২৬,৭৪৫	১,৪৯,৩০৯	১,৬৭৫	৬,৪৯,১৮৫
আয়কর মেলা-২০১৫	৬৪	১৫২০০	১৬১০৬০	২০৩৫.৩৫	৭৫৭৭৫৪
আয়কর মেলা-২০১৬	১৫০	৩৬৮৫৩	১৯৪৫৯৮	২১২৯.৬৭	৯২৮৯৭৩
আয়কর মেলা-২০১৭	১৬৭				

আয়কর মেলায় যে সকল সেবা পাওয়া যাবে:
যে কোন মেলায় যেমন থাকে নানাবিধ পসরার সমাহার তেমনি আয়কর মেলাকে সজ্জিত করা হয় কর প্রদানে উৎসাহী করদাতাদের জন্য নানারূপ সেবার আয়োজন দিয়ে যেমন, ই-টিআইএন রেজিস্ট্রেশন, আয়কর রিটার্ন ফরম পূরণ, রিটার্ন গ্রহণ, কর পরিশোধ ইত্যাদি।

আয়কর মেলা ২০১৭ থেকে যে সব সেবা পাওয়া যাবে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নরূপ:

১. সম্মানিত করদাতাগণ আয়কর মেলায় তাঁদের ২০১৭-২০১৮ কর বর্ষের আয়কর রিটার্ন জমা দিতে পারবেন।
২. ঢাকার আয়কর মেলায় প্রতিটি কর অঞ্চলের জন্য পৃথক বুথ থাকবে।
৩. মেলায় e-TIN রেজিস্ট্রেশন বুথে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান সাপেক্ষে নতুন করদাতাগণ e-TIN রেজিস্ট্রেশন ও বর্তমান করদাতাগণ রি-রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন।
৪. মেলায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ই-পেমেন্ট ওয়েব সাইট (www.nbrepayment.gov.bd) ব্যবহার করে সম্মানিত করদাতাগণ অনলাইনে তাঁদের প্রদেয় আয়কর পরিশোধ করতে পারবেন।
৫. মেলায় মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা, প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ করদাতাদের জন্য পৃথক বুথ থাকবে।
৬. করদাতাগণ মেলায় স্থাপিত সোনালী ও জনতা ব্যাংকের বুথে তাদের আয়কর জমা দিতে পারবেন।
৭. মেলায় অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীন শুল্ক, ভ্যাট, সঞ্চয় অধিদপ্তর, বিসিএস (কর) একাডেমি, কাস্টমস্ একাডেমী এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পৃথক বুথ থাকবে যেখান থেকে মেলায় আগত সম্মানিত করদাতাগণ শুল্ক, ভ্যাট, সঞ্চয় অধিদপ্তর এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের যে কোন তথ্য জানা যাবে।
৮. করদাতাগণকে মেলা প্রাঙ্গনে আয়কর রিটার্ন, ই-টিআইএন আবেদন ফরম এবং চালান ফরম সরবরাহ করা হবে।
৯. করদাতাদের সুবিধার্থে হেল্প ডেস্ক, তথ্য কেন্দ্র ও আয়কর অধিক্ষেত্র সংক্রান্ত বুথ থাকবে। এসব বুথের মাধ্যমে করদাতাগণকে আয়কর রিটার্ন ফরম পূরণ, চালান ও পে-অর্ডার প্রস্তুতসহ আয়কর আইন বিষয়ক প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হবে।
১০. মেলা প্রাঙ্গনে করদাতাদের সুবিধার জন্য ফটোকপির ব্যবস্থা থাকবে।

আয়কর মেলা-২০১৭: বিভাগ ও জেলাভিত্তিক আয়োজনের তারিখ, স্থান ও সময়সূচি

ক্রম	বিভাগ/জেলা	ভেন্যু	সময়সূচি
১.	ঢাকা	রাজস্ব ভবন (সিনিয়রিন), পেরে বাংলাবাজার, আগারগাঁও, ঢাকা।	০১-০৭ নভেম্বর ১৭
২.	নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ ক্লাব, সিধি রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১-০৪ নভেম্বর, ১৭
৩.	মুন্সীগঞ্জ	শিল্পকলা একাডেমী, মুন্সীগঞ্জ	০২-০৫ নভেম্বর ১৭
৪.	মানিকগঞ্জ	জেলা পরিষদ মিলনায়তন, মানিকগঞ্জ	০৪-০৭, নভেম্বর, ১৭
৫.	গাজীপুর	বসতাজ অডিটোরিয়াম, গাজীপুর	০১-০৪ নভেম্বর ১৭
৬.	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল ক্লাব, টাঙ্গাইল	০২-০৫ নভেম্বর, ১৭
৭.	নরসিংদী	মেঘলা টাওয়ার, জেলখানার মোড়, নরসিংদী সদর, নরসিংদী।	০৩-০৬ নভেম্বর ১৭
৮.	ময়মনসিংহ	জেলা ক্রীড়া সংস্থা জিমনেসিয়াম, টাউন হল মোড়, ময়মনসিংহ	০১-০৭ নভেম্বর ১৭
৯.	কিশোরগঞ্জ	আয়কর অফিস, ৯২৮, পাইটাল, কিশোরগঞ্জ	০২-০৫ নভেম্বর ১৭
১০.	শেরপুর	আয়কর অফিস, মাধবপুর, শেরপুর	০৩-০৬ নভেম্বর ১৭
১১.	নেত্রকোনা	আয়কর অফিস, আধুনিক হাসপাতাল রোড, জয়নগর, নেত্রকোনা	০৩-০৬ নভেম্বর ১৭
১২.	জামালপুর	আয়কর অফিস, বকিব ম্যানশন, দুধপাড়া, জামালপুর	০২-০৫ নভেম্বর ১৭
১৩.	ভাঙ্গিলপুর	অমিতা মেমোরিয়াল হল, ভাঙ্গিলপুর	০১-০৪ নভেম্বর, ১৭
১৪.	রাজবাড়ী	শিল্পকলা একাডেমী, রাজবাড়ী	০২-০৫ নভেম্বর, ১৭
১৫.	গোপালগঞ্জ	আয়কর অফিস প্রাঙ্গন, বাইকে পাড়া, গোপালগঞ্জ	০১-০৪ নভেম্বর, ১৭
১৬.	মাদারীপুর	এম এম মসিদ মেমোরিয়াল, পালদিন সাহিত্যেরী, মাদারীপুর	০৪-০৭ নভেম্বর, ১৭
১৭.	শরীয়তপুর	উপজেলা পরিষদ মিলনায়তন, শরীয়তপুর	০১-০৪ নভেম্বর ১৭
১৮.	চট্টগ্রাম	হিরিটি কনভেনশন সেন্টার, হিরিটি মোড়, চট্টগ্রাম	০১-০৭, নভেম্বর, ১৭
১৯.	খাগড়াছড়ি	উপজেলা সদর মিলনায়তন, খাগড়াছড়ি সদর	০২-০৫ নভেম্বর ১৭
২০.	রাঙ্গামাটি	চেয়ার অব কমার্স মিলনায়তন, রাঙ্গামাটি	০২-০৫ নভেম্বর ১৭
২১.	বান্দরবান	বান্দরবান পৌর মিলনায়তন, বান্দরবান	০২-০৫ নভেম্বর ১৭
২২.	কক্সবাজার	অফিস প্রাঙ্গন, কক্সবাজার	০২-০৫ নভেম্বর ১৭
২৩.	সিলেট	আব্দুল মালে আব্দুল মুহিত ক্রীড়া কমপ্লেক্স, মেখিবাগ, সিলেট	০১-০৭ নভেম্বর ১৭
২৪.	মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় অডিটোরিয়াম, মৌলভীবাজার	০২-০৫ নভেম্বর ১৭
২৫.	হবিগঞ্জ	জেলা পরিষদ অডিটোরিয়াম, হবিগঞ্জ	০৪-০৭ নভেম্বর ১৭
২৬.	সুনামগঞ্জ	সিয়াজন কমিউনিটি সেন্টার, হাছন নগর, সুনামগঞ্জ	০২-০৫ নভেম্বর ১৭
২৭.	সুমিল্লা	কর ভবন, সমন্বয়ন এভিনিউ, বাদিখেলপাড়, সুমিল্লা	০১-০৪ নভেম্বর ১৭
২৮.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আয়কর অফিস প্রাঙ্গন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০২-০৫ নভেম্বর ১৭
২৯.	টাঙ্গাইল	জেলা ক্রীড়া সংস্থা অডিটোরিয়াম, স্টেডিয়াম রোড, টাঙ্গাইল	০২-০৫ নভেম্বর ১৭
৩০.	নোয়াখালী	বিশ্বসড়িবি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নোয়াখালী	০২-০৫ নভেম্বর ১৭
৩১.	ফেনী	জাবা সহীদ নাসার কমিউনিটি সেন্টার, ট্রাংক রোড, ফেনী	০১-০৪ নভেম্বর ১৭
৩২.	লক্ষ্মীপুর	আয়কর অফিস প্রাঙ্গন, লক্ষ্মীপুর	০২-০৫ নভেম্বর ১৭
৩৩.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আবদ ইয়াম টেনিস কমপ্লেক্স, রীঁয়াদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০১-০৭, নভেম্বর ১৭
৩৪.	পাবনা	ইন্দির হল, জেলা পরিষদ, পাবনা	০৪-০৭ নভেম্বর ১৭
৩৫.	নওগাঁ	আয়োজন সেন্টারেন্ট, জহির ব্লাজা, নওগাঁ	০২-০৫ নভেম্বর ১৭
৩৬.	নাটোর	আয়কর অফিস প্রাঙ্গণ, কানাইখালী, নাটোর	০১-০৪ নভেম্বর ১৭
৩৭.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁচাল ক্লাব অডিটোরিয়াম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০১-০৪, নভেম্বর ১৭
৩৮.	বগুড়া	গিয়াস কমিউনেশন অডিটোরিয়াম, উপশহর, বগুড়া	০১-০৪ নভেম্বর ১৭
৩৯.	সিরাজগঞ্জ	আয়কর অফিস প্রাঙ্গন, সিরাজগঞ্জ	০৩-০৬ নভেম্বর ১৭
৪০.	গাইবান্ধা	আয়কর অফিস প্রাঙ্গন, গাইবান্ধা	০২-০৫ নভেম্বর ১৭
৪১.	জয়পুরহাট	জেলা পরিষদ মিলনায়তন, জয়পুরহাট	০২-০৫ নভেম্বর ১৭
৪২.	রংপুর	জেলা পরিষদ কমিউনিটি সেন্টার, স্টেশন রোড, রংপুর	০১-০৭ নভেম্বর ১৭
৪৩.	দিনাজপুর	উপ কর কমিশনারের কার্যালয়, বীরগঞ্জ, বালুবাড়ি, দিনাজপুর	০২-০৫ নভেম্বর ১৭
৪৪.	ঠাকুরগাঁও	উপ কর কমিশনারের কার্যালয়, নজরে মোবাল রোড, ঠাকুরগাঁও	০২-০৫ নভেম্বর ১৭
৪৫.	পঞ্চগড়	জেলা পরিষদ মিলনায়তন, পঞ্চগড়	০২-০৫ নভেম্বর ১৭
৪৬.	নীলফামারী	শিল্পকলা একাডেমী, নীলফামারী	০২-০৫ নভেম্বর ১৭
৪৭.	লালমনিরহাট	জেলা পরিষদ অডিটোরিয়াম, লালমনিরহাট	০২-০৫ নভেম্বর ১৭
৪৮.	কুড়িগ্রাম	জেলা পরিষদ মিলনায়তন, কুড়িগ্রাম	০২-০৫ নভেম্বর ১৭
৪৯.	গাইবান্ধা	অভিনী কুমার টাউন হল, গাইবান্ধা	০১-০৭ নভেম্বর ১৭
৫০.	খাগড়াছড়ি	আয়কর অফিস, সাবলতলী মোড়, খাগড়াছড়ি	০২-০৫ নভেম্বর ১৭
৫১.	বরগুনা	জেলা শিল্পকলা একাডেমী, বরগুনা	০৪-০৭ নভেম্বর ১৭
৫২.	ভোলা	উপ কর কমিশনারের কার্যালয়, মমতাজ কমপ্লেক্স, ভোলা	০২-০৫ নভেম্বর ১৭
৫৩	পটুয়াখালী	কর ভবন, কাজীর সার্কিল রোড, পটুয়াখালী	০৩-০৬ নভেম্বর ১৭
৫৪.	পিরোজপুর	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অডিটোরিয়াম, সদর রোড, পিরোজপুর	০১-০৫ নভেম্বর ১৭
৫৫.	ঝালকাঠি	কর ভবন প্রাঙ্গণ, ঝালকাঠি সুলতা	০১-০৭ নভেম্বর ১৭
৫৬.	বাগেরহাট	পৌর কমিউনিটি সেন্টার, বাগেরহাট	০২-০৫ নভেম্বর ১৭
৫৭.	বাগেরহাট	অভিনার্স ক্লাব, সাইদ মিনার রোড, বাগেরহাট	০২-০৫ নভেম্বর ১৭
৫৮.	সাতক্ষীরা	জেলা শিল্পকলা একাডেমী, সাতক্ষীরা	০৪-০৭ নভেম্বর ১৭
৫৯.	মেহেরপুর	পৌরসভা টাউন হল, মেহেরপুর	০৪-০৭ নভেম্বর ১৭
৬০.	চুয়াডাঙ্গা	এসোসিয়েশন হল (সাহিত্য পরিষদ), চুয়াডাঙ্গা।	০২-০৫ নভেম্বর ১৭
৬১.	ঝিনাইদহ	আব্দে কে আহমদ কমিউনিটি হল, পৌরসভা চত্বর, ঝিনাইদহ	০২-০৫ নভেম্বর ১৭
৬২.	কুষ্টিয়া	পৌর অডিটোরিয়াম, কুষ্টিয়া	০২-০৫ নভেম্বর ১৭
৬৩.	নড়াইল	উপজেলা পরিষদ মিলনায়তন, নড়াইল	০৪-০৭ নভেম্বর ১৭
৬৪.	মাগুরা	আয়কর অফিস প্রাঙ্গণ, পশ্চিম নাহা পাড়া, মাগুরা।	০৪-০৭ নভেম্বর ১৭

আয়কর মেলা-২০১৭ উপজেলায় ০২ দিন স্থায়ী আয়োজনের তারিখ, স্থান ও সময়সূচী

| ক্রম | উপজেলা